খসড়া

[জাতীয় সংসদে উত্থাপনীয়]

The Post Office Act, 1898 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু The Post Office Act, 1898 (Act No. VI of 1898) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ডাক অধিদপ্তরের উপর জনগণের আস্থা অধিকতর সুসংহতকরণ এবং যুগোপযোগী সেবা সম্প্রসারণের নিমিত্ত গ্রাহকবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সেবা ও কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিবর্তনশীল গ্রাহক চাহিদার নিরিখে The Post Office Act, 1898 (Act No. VI of 1898) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।∑(১) এই আইন 'ডাক আইন, ২০২৪' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার যেইরূপে সময় নির্ধারণ করিবেন সেই মোতাবেক এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।∑বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে∑

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ডাক অধিদপ্তর;

(২) **"ইউনিভার্সাল পোস্টাল সার্ভিস"** অর্থ মৌলিক ডাকসেবা তথা-সাধারণ চিঠিপত্র, নিবন্ধিত (Registered) চিঠিপত্র, পোস্ট কার্ড, বই, প্যাকেট, খবরের কাগজ, সাময়িকী, নমুনা, পোস্টাল অর্ডার, বিজনেস রিপ্লাই কুপন, ব্লাইন্ড লিটারেচার, আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সেল, নিবন্ধন (Registration) সেবা, মূল্য পরিশোধিতব্য (Value Payable) সেবা, পোস্ট বক্স, পোস্ট ব্যাগ, সার্টিফিকেট অব পোস্টিং, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার, ডকুমেন্ট সার্ভিস, পার্সেল সার্ভিস, এক্সপ্রেস সার্ভিস, লজিস্টিকস সার্ভিস, বিশেষায়িত ও প্রিমিয়াম ডাকসেবা, গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোস্ট (Guaranteed Express Post-GEP), স্পিড পোস্ট, এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (Express Mail Service-EMS), নিবন্ধিত সংবাদপত্র (Registered Newspaper) ইত্যাদি এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, ঘোষিত বা নির্ধারিত কোনো ডাকসেবা, যাহা একটি নির্দিষ্ট গুণগত মানসহকারে ক্রয়যোগ্য মূল্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সকল স্তরের জনগণের নিকট প্রদান নিশ্চিতকরণে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ;

(৩) **"এক্সপ্রেস সার্ভিস"** অর্থ ওজন নির্বিশেষে ডকুমেন্ট, পার্সেল, প্যাকেট বা অন্য কোনো দ্রব্য প্রেরকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সেবা মানদণ্ড নিশ্চিতকরণপূর্বক, অতি দ্রুত বুকিংকৃত দ্রব্যের যথাযথ নিরাপত্তা বিধানক্রমে পরিবহণপূর্বক, শুল্ক কর্তৃপক্ষ বা অন্য

কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধপূর্বক, প্রাপকের নিকট বিলির জন্য প্রদত্ত সেবা;

(৪) **''ডকুমেন্ট সার্ভিস''** অর্থ ২ (দুই) কেজি পর্যন্ত ওজনের হস্তলিখিত বা মুদ্রিত, মোড়ক, বান্ডিল বা এনভেলাপের মধ্যে আটকানো কোনো দ্রব্য প্রেরকের নিকট হইতে নির্ধারিত মাশুল গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবহণপূর্বক প্রেরক কর্তৃক বর্ণিত ঠিকানা মোতাবেক প্রাপকের নিকট প্রাপ্তিস্বীকার রশিদমূলে বিলি সেবা;

(৫) **"ডাক"** অর্থ প্রেরক কর্তৃক প্রাপকের নিকট বিলির উদ্দেশ্যে ডাকঘর কর্তৃক গৃহীত অবিভাজ্য এবং সরকার নির্ধারিত বৈধ দ্রব্য, যাহা ডাকযোগে প্রেরণযোগ্য এবং পোস্টকার্ড, মুদ্রিত বার্তা বা পাণ্ডুলিপি, ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক বা যেকোনো প্রকারের যোগাযোগ সংবলিত মোড়কও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) **"ডাকঘর"** অর্থ ডাকসেবা প্রদান ও ডাক কার্যক্রমে ব্যবহৃত প্রত্যেক গৃহ, দালান, কক্ষ, বাহন, স্থান বা অন্য কোনো সম্পদ এবং ডাক গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত চিঠির বাক্সও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "**অধিদপ্তরের কর্মচারী (Postal Employee)"** অর্থ ডাকসেবা বা ডাক কার্যে নিয়োজিত বা ডাক ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি;

(৮) **"ডাক যানবাহন"** অর্থ সরকারি ডাক পরিবহণের কার্যে নিয়োজিত সকল ধরনের যানবাহন;

(৯) **"ডাক ব্যাগ"** অর্থ ডাকযোগে বিলি বা পরিবহণ বা সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো থলে, বাক্স, পার্সেল, কার্টন, কন্টেইনার বা অন্য কোনো খাম বা মোড়ক বা আবরণ যাহার অভ্যন্তরে কোনো ডাক থাকুক বা না থাকুক;

(১০) **"ডাকটিকিট (Postage Stamp)"** অর্থ এই আইনের অধীন ডাকের জন্য প্রদেয় সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত মাশুল বা অন্য কোনো ফি বা মূল্যসূচিত যেকোনো স্ট্যাম্প এবং আঁঠালো ডাকটিকিট, এবং মুদ্রিত, খোদিত (Embossed), যান্ত্রিক ছাপযুক্ত, ফ্রাংকিং, ডিজিটাল প্রিন্ট বা অন্য কোনোভাবে চিহ্নিত যেকোনো খাম, মোড়ক, পোস্টকার্ড বা অন্য কোনো দ্রব্য এবং কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের ডাকমাশুল নির্দেশক যেকোনো হার বা শুল্ক ও উক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন বা রাষ্ট্র দ্বারা অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পিং মেশিনের ছাপও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) **"ডাকমাশুল"** অর্থ ডাকের উপর ধার্যকৃত মাশুল;

(১২) **"ডাকসেবা"** অর্থ ডাকঘর কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রকারের সেবা এবং সময়ে সময়ে ডাকঘরের মাধ্যমে প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বা নির্ধারিত সেবা বা সেবাসমূহ এবং ইউনিভার্সাল পোস্টাল সার্ভিস এবং লজিস্টিকস ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৩) **''ডাক স্টেশনারি''** অর্থ অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত স্টেশনারি, যাহা ফিজিক্যাল বা ডিজিটাল হইতে পারে, যথা-খাম, লেটার কার্ড, পোস্টকার্ড; যাহা মুদ্রিত স্ট্যাম্প বা খোদিত কিছু সংবলিত, যাহা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় একটি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বেই অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে নির্দেশ করিয়া থাকে;

DRAFT

(১৪) **''নিষিদ্ধ দ্রব্য''** অর্থ সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষিত যেকোনো দ্রব্য;

(১৫) **''পোস্টকোড''** অর্থ একটি ভৌগলিক এলাকা বা অবস্থান সনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত অঙ্ক, অক্ষর/বর্ণ বা ডিজিটাল কোডের একটি শ্রেণি/ক্রম বা অঙ্ক, অক্ষর/বর্ণ বা ডিজিটাল কোডের একটি সংমিশ্রণ, যাহা ডাকের বাছাই প্রক্রিয়া সহজীকরণ, বিলি কার্যক্রম সহজীকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(১৬) **''প্রজ্ঞাপন''** অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন;

(১৭) **''প্রবিধি''** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধি;

(১৮) **''পার্সেল সার্ভিস''** অর্থ ডকুমেন্ট ব্যতীত কার্টন বা প্যাকেটপ্রতি অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) কেজি পর্যন্ত ওজনের কোনো দ্রব্য, প্রেরকের নিকট হইতে নির্ধারিত মাশুল গ্রহণ সাপেক্ষে, লিখিত ঘোষণাপত্র গ্রহণপূর্বক, উক্ত দ্রব্য পরিবহণ করিয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শুল্ক, কর, মাশুল, ইত্যাদি পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত কার্টন বা প্যাকেটে বর্ণিত প্রাপকের ঠিকানায়, প্রাপকের প্রাপ্তিস্বীকার গ্রহণপূর্বক, বিলির জন্য প্রদত্ত সেবা;

(১৯) **"ফৌজদারি কার্যবিধি"** অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(২০) **"দণ্ডবিধি"** অর্থ The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860);
(২১) **''সাক্ষ্য আইন''** অর্থ The Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872);

(২২) **''সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা''** অর্থ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯;

(২৩) **''সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা''** অর্থ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮;

(২৪) **''সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা''** অর্থ সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯;

(২৫) **''বিশেষায়িত ও প্রিমিয়াম ডাকসেবা''** অর্থ প্রেরক কর্তৃক প্রেরিত পণ্য সম্পর্কে লিখিত ঘোষণাপত্র সংবলিত বিমাকৃত ডকুমেন্ট, পার্সেল বা প্যাকেট অথবা মূল্য ঘোষিত ডকুমেন্ট, প্যাকেট বা পার্সেল প্রেরক কর্তৃক বিলি সংক্রান্ত শর্তযুক্ত ডকুমেন্ট, প্যাকেট বা পার্সেল শুল্ক কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধপূর্বক, প্রেরকের প্রদত্ত শর্ত অনুসরণ করিয়া প্রাপকের নিকট বিলি সংক্রান্ত সেবা;

(২৬) **''সরকার''** অর্থ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ;

(২৭) **"মহাপরিচালক"** অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

DRAFT

(২৮) **"পোস্টমাস্টার জেনারেল"** অর্থ অধিদপ্তরের অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অঞ্চলের প্রশাসনিক প্রধান এবং পোস্টমাস্টার জেনারেলের পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগকারী অন্য যেকোনো কর্মচারীও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৯) "**মানি অর্ডার**" অর্থ অধিদপ্তরে প্রচলিত সকল ধরনের মানি অর্ডার সেবা, রেমিট্যান্স সার্ভিস এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে মানি অর্ডার বা রেমিট্যান্স সার্ভিস হিসেবে ঘোষিত বা নির্ধারিত ওয়ালেট সুবিধাসহ, ওয়ালেট সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ সেবা;

(৩০) ''**লজিস্টিকস সার্ভিস**'' অর্থ পার্সেল ব্যতীত ওজন নির্বিশেষে সরকারের যেকোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা তালিকা মোতাবেক বৈধ যাবতীয় দ্রব্য, প্রেরকের নিকট হইতে নির্ধারিত মাশুল গ্রহণ সাপেক্ষে, লিখিত ঘোষণাপত্র সংগ্রহপূর্বক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধপূর্বক প্রেরণ স্থান হইতে গুদামজাতকরণ, বোঝাইকরণ, খালাসকরণ, মোড়কীকরণ বা ইনভেন্টরি করিয়া উহার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক পরিবহণ করিয়া নির্ধারিত গন্তব্যে প্রাপকের নিকট পৌঁছানো বা সরবরাহের জন্য প্রদত্ত সেবা;

৩। আইনের প্রাধান্য।∑আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অধিদপ্তরের কার্যাবলি, ক্ষমতা ও সেবাসমূহ

৪। অধিদপ্তর, ইত্যাদি।∑(১) অধিদপ্তর, ডাকসেবা প্রদানের জন্য সরকারের ডাকসেবা প্রদানকারী সংস্থা (Designated Postal Operator) হইবে এবং যাহা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'Bangladesh Post' নামে পরিচিত হইবে।

(২) সরকার দেশের যেকোনো স্থানে ডাকঘর স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) অধিদপ্তরের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক চিহ্ন বা স্মারক বা নিদর্শন হিসেবে একটি লোগো থাকিবে এবং অধিদপ্তরের সকল লোগো, চিহ্ন, সিল, স্ট্যাম্প ইত্যাদিতে বাংলায় 'ডাক অধিদপ্তর' এবং ইংরেজিতে 'Bangladesh Post' শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইবে।

৫। অধিদপ্তরের কার্যাবলি, সেবা ইত্যাদি।∑(১) অধিদপ্তর নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করিবে∑

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, সার্বজনীন, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত ডাকসেবা নিশ্চিতকরণ;

(খ) ডাকসেবা ও ডাক পণ্যের আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ এবং বহুমুখীকরণ;

(গ) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সেবা প্রদান;

(ঘ) ডাক জীবন বিমার সেবা প্রদান;

(ঙ) ডাক গ্রহণ, বাছাই, পরিবহণ ও বিলি কার্যক্রমের সুনিবিড় তত্ত্বাবধান;

(চ) গ্রামীণ জনসাধারণকে গুরুত্ব প্রদান করে উন্নততর ডাকসেবা প্রবর্তন;

(ছ) সরকারের অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন;

(জ) দেশের অভ্যন্তরে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন দেশের ডাক প্রশাসন, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনের সহিত ডাক সংক্রান্ত বিষয়ে লিয়াজোঁ রক্ষা, প্রটোকল রক্ষা এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন, চুক্তি সম্পাদন;

(ঝ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(২) অধিদপ্তর প্রধানত নিম্নরূপ সেবাসমূহ প্রদান করিবে∑

(ক) মৌলিক ডাকসেবা, যথা:-সাধারণ চিঠিপত্র, নিবন্ধিত (Registered) চিঠিপত্র, পোস্ট কার্ড, বই, প্যাকেট, খবরের কাগজ, সাময়িকী, নমুনা, পোস্টাল অর্ডার, বিজনেস রিপ্লাই কুপন, ব্লাইন্ড লিটারেচার, আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সেল, নিবন্ধন (Registration) সেবা, মূল্য পরিশোধিতব্য (Value Payable) সেবা, পোস্ট বক্স, পোস্ট ব্যাগ, সার্টিফিকেট অব পোস্টিং, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার, ডকুমেন্ট সার্ভিস, পার্সেল সার্ভিস, এক্সপ্রেস সার্ভিস, লজিস্টিকস সার্ভিস, বিশেষায়িত ও প্রিমিয়াম ডাকসেবা, গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোস্ট (Guaranteed Express Post-GEP), স্পিড পোস্ট, এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (Express Mail Service-EMS), নিবন্ধিত সংবাদপত্র (Registered Newspaper) ইত্যাদি;

(খ) অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত এজেন্সি সেবা, যথা:-ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র, ডাক জীবন বিমা, প্রাইজবন্ড, রাজস্ব স্ট্যাম্পস, এক্সাইজ স্ট্যাম্পস, নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পস, নন-পোস্টাল স্ট্যাম্পস, স্ট্যাম্পের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, বিড়ি ব্যান্ডরোল, ইত্যাদি;

(গ) ডিজিটাল ডাকসেবা, যথা:-ডাকের ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেসিং, অনলাইন ইনকোয়ারি সিস্টেম, পোস্টাল কল সেন্টার, অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত ডিজিটাল কমার্স এর পার্সেল ট্র্যাকিং এবং অর্থ আদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সেবা, ওয়ালেট সুবিধাসহ ও ওয়ালেট সুবিধা ব্যতীত ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস বা মোবাইল মানি অর্ডার (Electronic Money Transfer Service-EMTS), পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ডাকযোগে ডিজিটাল কমার্স, আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার (International Electronic Money Order-IEMO), মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসসহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত বা নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যেকোনো ধরনের ডিজিটাল, আর্থিক বা ব্যাংকিং সেবা ইত্যাদি;

তবে শর্ত থাকে যে, আর্থিক বা ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত আইন, বিধি, প্রবিধি এবং সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

DRAFT

ব্যাখ্যা : "ডাকযোগে ডিজিটাল কমার্স" অর্থ অধিদপ্তরের প্রচলিত ডাকসেবার মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে গ্রাহকের পণ্য বুকিং, বাছাই, পরিবহণ ও বিলি।

(ঘ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত বা নির্ধারিত অন্যান্য সেবা বা সেবাসমূহ।

(৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে, অধিদপ্তর, এই আইনে বর্ণিত সেবাসমূহ এককভাবে অথবা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত অংশীদারত্বের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেবা প্রদান ও প্রবর্তন, ব্যবসায়িক কার্যক্রম গ্রহণ ও কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং প্রচলিত অপরাপর বিধানাবলীর অনুসরণ ও সমন্বয় সাপেক্ষে অধিদপ্তর, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব, শর্তাবলি, মূল্যহার, চুক্তির প্রকৃতি, পদ্ধতি, সেবা প্রদানের অধিক্ষেত্র ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন ও উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদানের জন্য সরকারের অনুমোদন ও প্রচলিত অপরাপর বিধানাবলীর অনুসরণ ও সমন্বয় সাপেক্ষে অধিদপ্তর ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, উপায়, পদ্ধতি, ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ ও প্রবর্তন করিতে পারিবে।

(৬) ডাক অধিদপ্তর ব্যতীত অপরাপর কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, পণ্য ও সেবার নাম বাংলায় ডাক, ডাকঘর, পোস্ট, পোস্টাল, পোস্ট বক্স, পোস্ট অফিস ইত্যাদি ও ইংরেজিতে mail, mails, post, posts, postal, post office ইত্যাদি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সংবলিত হইতে পারিবে না তথা সরকারের ডাকসেবা প্রদানকারী সংস্থা, ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, এশিয়ান-প্যাসিফিক পোস্টাল ইউনিয়ন ইত্যাদি কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সহিত সাযুজ্যপূর্ণ বা সাদৃশ্যপূর্ণ হইতে পারিবে না এবং হইলে তাহা প্রচলিত আইনের অধীন বিধৃত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

৬। ডাকসেবার আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ।∑ডাকসেবার আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের জন্য, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, অধিদপ্তর∑

(ক) উপযুক্ত মনে করিলে ডাকসেবার সংশোধন, পুনঃবিন্যাস করিতে পারিবে এবং নূতন প্রযুক্তি গ্রহণ ও নূতন সেবা প্রবর্তন করিতে পারিবে;

(খ) ডাকসেবা প্রদানের জন্য কোনো ব্যবসায়িক সত্তা বা কোম্পানিকে প্রতিনিধি (Agent) নিয়োগ, পরিবর্তন ও
বাতিল করিতে পারিবে;

(গ) ডাকঘরের অংশবিশেষ, কাউন্টার সুবিধা অথবা অন্য কোনো স্থাপনা বা প্রযুক্তি কোনো ব্যবসায়িক সত্তা বা
কোম্পানির নিকট ভাড়া প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) এই আইনের অধীন অনুমোদিত কোনো ব্যবসায় বা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত এজেন্সি সেবাসমূহ গ্রহণ করিতে বা
কোনো ব্যবসায়িক সুবিধা ক্রয় করিতে পারিবে;

(ঙ) বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে ডিজিটাল পোস্টাল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে;

(চ) নূতন ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ, যথা:-পোস্ট শপ (Post Shop), পোস্টাল কিয়স্ক (Postal Kiosk), ফ্র্যাঞ্চাইজি ডাকঘর, স্মার্ট পোস্ট বক্স, অ্যাড্রেস ডেটাবেজ ইত্যাদি চালু করিতে পারিবে এবং বাণিজ্যিক সুবিধার স্বার্থে প্রচলিত বিধি-বিধানের আওতায় অন্যান্য দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবসায়িক লেনদেন, বিনিময় বা আন্তঃবিনিময়ও করিতে পারিবে এবং শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬, সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ এবং অপরাপর আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে। আইনের যথাযথ অনুসরণের শর্তে সরকার জনস্বার্থে এই অনুমোদন দ্রুত প্রদানের ক্ষেত্রে যত্নবান হইবেন।

৭। "ডাক গ্রহণ", "ডাকযোগে পরিবহণকাল" এবং "বিলি"।∑এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) কোনো পোস্টম্যান বা ডাক গ্রহণ করিবার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ডাকযোগে প্রেরণের জন্য কোনো ধরনের ডাক প্রদান করা হইলে উহা ডাকঘরে সরবরাহ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ডাকঘরে কোনো ডাক গ্রহণ করার সময় হইতে প্রাপকের নিকট উহা বিলি করা বা উহার প্রেরকের নিকট পুনরায় ফেরত বিলি করা অথবা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তির সময় পর্যন্ত ডাকটি ডাকযোগে পরিবহণ অবস্থায় ছিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) প্রাপককে ডাক বিলি করিবার সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে ডাকঘর হইতে বা কোনো প্রাপকের গৃহে বা অফিসে বা অন্য কোনো স্থানে প্রাপকের নিকট বা তাহার প্রতিনিধি বা ডাক গ্রহণ করিবার জন্য প্রাপক কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট ডাক হস্তান্তর করা হইলে ডাক বিলি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। ডাকটিকিট প্রকাশ (Issue) সংক্রান্ত বিশেষাধিকার।∑(১) ডাকটিকিট প্রকাশ (Issue) করার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের বিশেষাধিকার থাকিবে।

(২) মহাপরিচালকের সুপারিশক্রমে সরকার ডাকটিকিট ও ডাক স্টেশনারি সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯। ডাক বহন করিবার ক্ষমতা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত।∑বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল ডাক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ডাকযোগে পরিবহণ করিবার ক্ষমতা সরকারের থাকিবে এবং

DRAFT

সকল ডাক গ্রহণ, সংগ্রহ, বাছাই, প্রেরণ এবং বিলি সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করিবার ক্ষমতাও সরকারের থাকিবে।

১০। ডাকঘর কর্তৃক পরিশোধকৃত বহি:শুল্ক ডাকমাশুল হিসেবে আদায়যোগ্য।∑যেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমানার বাহির হইতে কোনো ডাক ডাকযোগে গ্রহণ করা হয় এবং যাহার উপর বহি:শুল্ক আদায়যোগ্য, সেই ক্ষেত্রে উহা এই আইনের অধীন বকেয়া ডাকমাশুল হিসেবে আদায়যোগ্য হইবে।

১১। ডাকঘর চিহ্ন কতিপয় ঘটনার প্রাথমিক সত্যতার প্রমাণক।∑এই আইনের অধীন কোনো ডাকের ডাকমাশুল বা বকেয়া আদায় করিবার ক্ষেত্রে-

(ক) যদি প্রাপক কর্তৃক কোনো ডাক প্রত্যাখ্যাত হয় বা প্রাপক মৃত্যুবরণ করে বা প্রাপককে খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ডাকটিতে ডাকঘরের প্রদত্ত দাপ্তরিক চিহ্নই ঘটনার প্রাথমিক সত্যতার প্রমাণক (prima facie evidence) হইবে।

(খ) যে ব্যক্তির নিকট হইতে ডাকটি আসার কথা, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে, তিনিই উহার প্রেরক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১২। দাপ্তরিক চিহ্নই ডাকমাশুলের পরিমাণের সত্যতার প্রমাণক।∑কোনো ডাকের উপর বাংলাদেশ বা বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের ডাকঘরের নিকট প্রাপ্য ডাকমাশুল বা অন্য কোনো পরিমাণ অর্থের উল্লেখ সংবলিত কোনো দাপ্তরিক চিহ্নই, যাহা ফিজিক্যাল বা ডিজিটাল হইতে পারে, উল্লেখকৃত বকেয়ার প্রাথমিক সত্যতার প্রমাণক বুঝাইবে।

১৩। কতিপয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাহন কর্তৃক ডাকের অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ, সংগ্রহ, বাছাই, বহন, যাচনা বা বিলি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।∑অধিদপ্তর এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাহন ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাহন অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিকভাবে ডাকের অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ, সংগ্রহ, বাছাই, বহন, যাচনা বা বিলি করিতে পারিবে না।

১৪। দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি।∑(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অধিদপ্তর, অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করিবে না।
(২) অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী সৎভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদান-সংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন না, যদি না তিনি প্রতারণামূলকভাবে উহা করিয়া থাকেন বা তাহার ইচ্ছাকৃত কার্য বা ত্রুটির ফলে সেবা প্রদানে এইরূপ ক্ষতি, বিলম্ব বা বিলিতে ত্রুটি ঘটিয়া থাকে।

১৫। ডাক চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ইত্যাদি।∑ডাক গ্রহণের পর হইতে প্রাপকের নিকট বিলি বা প্রেরকের নিকট ফেরত বিলি বা ফেরত চিঠি অফিস কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত

DRAFT

অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ডাক চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রের জরুরি নিরাপত্তার স্বার্থে সরকারের আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা, শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা সরকার কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোনো সংস্থার অধিযাচন (Requisition) এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ডাক চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে।

১৬। ডাককে বাধাদান, উন্মুক্তকরণ বা আটককরণের ক্ষমতা।∑(১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পাবলিক অর্ডার, জরুরি অবস্থা, জননিরাপত্তা বা শান্তির স্বার্থে বা এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের কোনো ধারার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার ক্ষেত্রে, সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অধিদপ্তরের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, কোনো কর্মচারীকে, অধিদপ্তরের কোনো ডাক পরিবহণকালে উক্ত ডাককে বাধাদান, উন্মুক্ত বা আটক করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে এবং সরকার যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে উহা নিষ্পত্তি করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিধানের অধীন কৃত কোনো কার্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পাবলিক অর্ডার, জরুরি অবস্থা, জননিরাপত্তা বা শান্তির স্বার্থে করা হইয়াছে কিনা তদবিষয়ে সন্দেহ উদ্ভূত হইলে উক্ত বিষয়ে সরকারের সার্টিফিকেট চূড়ান্ত প্রমাণিত হইবে।

১৭। ডাককে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের ক্ষমতা।∑সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অধিদপ্তরের যেকোনো কর্মচারীকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে বা বাংলাদেশের সীমার বাহির হইতে প্রাপ্ত ডাক যাহার মধ্যে শুল্কযোগ্য কিছু থাকিতে পারে বলিয়া অনুভূত হয় বা বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখকৃত কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ কিছু থাকিতে পারে বলিয়া সন্দেহ হয়, উক্ত ডাক উপস্থাপন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ডাকের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৮। রাজস্ব স্ট্যাম্পস।∑(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যেই শ্রেণি ও মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্পস সরবরাহ করা প্রয়োজন মনে করিবে, সেই শ্রেণি বা মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্পস সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখকৃত রাজস্ব স্ট্যাম্পস দণ্ডবিধিতে উল্লেখকৃত রাজস্বের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকারি স্ট্যাম্পস হিসেবে গণ্য হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করে যে, ডাকের ডাকমাশুল অথবা এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য অন্যান্য অর্থ স্ট্যাম্পিং মেশিনের ছাপ দ্বারা চিহ্নিত মূল্য দ্বারা পরিশোধ করা যাইবে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ মেশিনের সাহায্যে প্রদত্ত ছাপ দণ্ডবিধিতে উল্লিখিত রাজস্বের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত স্ট্যাম্পস বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। ডাকমাশুলের হার নির্ধারণের ক্ষমতা।∑অধিদপ্তরের সুপারিশক্রমে, সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ডাকমাশুলের হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০। অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবস্থাপনা কার্যকর করিবার ক্ষমতা।∑সরকার, বাংলাদেশ ও কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা সীমানার মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহের জন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা সীমানার সহিত ব্যবস্থাপনা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। বিদেশ হইতে আগত টিকিটসদৃশ অথচ প্রকৃত টিকিট নয় বা পূর্বে ব্যবহৃত টিকিট লাগানো ডাক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা।∑(১) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমানার বাহির হইতে ডাকযোগে প্রাপ্ত কোনো ডাক-

(ক) ডাকটিকিটের প্রতিরূপ বা নকল কোনো টিকিট বহন করে, বা

(খ) এইরূপ কোনো ডাকটিকিট যাহা দ্বারা ডাকমাশুল পরিশোধিত হইয়াছে অথচ তাহা দ্বারা অন্য কোনো ডাকের ডাকমাশুল পরিশোধের জন্য পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে,

সেইক্ষেত্রে যে ডাকঘরে ডাকটি গ্রহণ করা হইয়াছে, উক্ত ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রাপককে ডাকঘরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে, ডাকটির বিলি গ্রহণ করিবার জন্য আহবান জানাইয়া নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(২) যদি প্রাপক বা তাহার প্রতিনিধি নোটিশে উল্লেখকৃত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাকঘরে উপস্থিত হন এবং ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ডাকটির প্রেরকের নাম ঠিকানা জানাইতে সম্মত হন এবং ডাকটির যে অংশে প্রেরকের ঠিকানা এবং টিকিটসদৃশ অথচ প্রকৃত টিকিট নহে বা পূর্বব্যবহৃত ডাকটিকিট রহিয়াছে উক্ত অংশ, অথবা, ডাকটি টিকিট হইতে অবিচ্ছেদ্য হইলে, সম্পূর্ণ ডাকটি ডাকঘরের পূর্বোক্ত কর্মচারীর নিকট পুনঃবিলি করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে ডাকটি প্রাপক বা তাহার প্রতিনিধিকে বিলি করা যাইবে।

(৩) যদি প্রাপক বা তাহার প্রতিনিধি, নোটিশে উল্লেখকৃত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাকঘরে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হন, অথবা, উল্লেখকৃত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা জানাইতে অথবা উপ-ধারা (২) এর চাহিদা মোতাবেক ডাক বা উহার অংশবিশেষ পুনঃবিলি করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ডাকটি প্রাপক বা তাহার প্রতিনিধিকে বিলি করা যাইবে না, তবে উহা সরকার যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ উল্লেখ্কত টিকিট বা ডাকটিকিট বলিতে ফিজিক্যাল বা ডিজিটাল টিকিট বা ডাকটিকিট বুঝাইবে।

২২। কতক সংবাদপত্র ডাকযোগে প্রেরণ নিষিদ্ধ।∑The Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973 এ উল্লেখকৃত বিধির সহিত

সঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ, বাংলাদেশে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত কোনো সংবাদপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে না।

২৩। ডাকযোগে প্রেরণের সময় সংবাদপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য আটক করিবার ক্ষমতা।∑(১) মহাপরিচালক বা পোস্টমাস্টার জেনারেলের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো কর্মচারি ডাকযোগে প্রেরিত ডাকের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো কিছু রহিয়াছে মর্মে সন্দেহ পোষণ করিলে উহা আটক করিবেন-

(ক) (১) The Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973 এ সংজ্ঞায়িত কোনো সংবাদপত্র বা বই; অথবা

(২) কোনো দলিল;

যাহার মধ্যে এমন কোনো প্রতারণামূলক বা রাষ্ট্রবিরোধী বিষয় রহিয়াছে যাহার প্রকাশনা দণ্ডবিধির ধারা 123A এবং, ক্ষেত্রমত, ধারা 124A এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ; অথবা

(খ) The Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973 এ সংজ্ঞায়িত যেকোনো সংবাদপত্র, যাহা উক্ত আইনে বর্ণিত বিধানের অনুমোদন ব্যতিরেকে, সম্পাদিত, মুদ্রিত বা প্রকাশ করা হইয়াছে;

এবং অনুরূপভাবে আটককৃত ডাক এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট বিলি করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ডাক আটককারী যেকোনো কর্মচারী অনুরূপ দ্রব্য আটকের বিষয়ে প্রেরকের নিকট অবিলম্বে ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন আটককৃত যেকোনো ডাক পরীক্ষা করাইবেন এবং সরকারের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ডাকের সহিত উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা দফা (খ) এ উল্লেখকৃত বর্ণনার কোনো সংবাদপত্র, বই, বা অন্যান্য দলিল নাই, তাহা হইলে সরকার উহার নিষ্পত্তির বিষয়ে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে, এবং, এইরূপ প্রতীয়মান না হইলে, যদি না উহা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন ভিন্ন অবস্থায় বাজেয়াপ্তযোগ্য হয়, ডাক ও উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু বিমুক্ত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর বিধানের অধীন আটককৃত ডাকের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি উক্ত ডাক আটকের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে ছাড়াইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং সরকার অনুরূপ আবেদন বিবেচনা করিয়া যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি অনুরূপ আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আবেদনকারী আবেদন অগ্রাহ্য হইবার দুই মাসের মধ্যে উক্ত ডাক এবং উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু বিমুক্তির জন্য এই যুক্তিতে হাইকোর্টের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন যে, উক্ত ডাকের মধ্যে এইরূপ কোনো সংবাদপত্র, বই বা অন্য কোনো দলিল নাই যাহাতে বিশ্বাসঘাতকতা বা রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো কিছু রহিয়াছে।

DRAFT

(৪) এই ধারায় "দলিল" অর্থে লিখিত বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদর্শিত যেকোনো চিত্র, অঙ্কন বা ফটোগ্রাফ, বা অন্যান্য দৃশ্যমান উপস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৪। ধারা ২৩ এর অধীনে আটককৃত সংবাদপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য বিমুক্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগের নিকট দাখিলকৃত আবেদন নিষ্পত্তির পদ্ধতি।∑ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের অধীন প্রতিটি আবেদনের শুনানি এবং মীমাংসা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা 99D হইতে ধারা 99F এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 99C দ্বারা গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চে অনুষ্ঠিত হইবে।

২৫। এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা।∑ধারা ২৩ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে, উক্ত ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুসরণ ব্যতিরেকে, কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২৬। ডাকের বিমা ও ডাকের বিমাকরণ সংক্রান্ত ক্ষমতা।∑(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে,-

(ক) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যে ডাকঘরে ডাক পোস্ট করা হয় সেই ডাকঘরে, ডাকটি প্রেরণের সময় হারানো বা ক্ষতির ঝুঁকির বিপরীতে বিমা করা যাইবে, এবং এইরূপ ডাক পোস্টকারী ব্যক্তি উহার জন্য একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিতে হইবে; এবং

(খ) ডাকটি বিমা করিবার জন্য, এই আইনের অধীন ধার্য ডাকমাশুল এবং নিবন্ধন ফি এর অতিরিক্ত ফি, যাহা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত, তাহা আদায় করা যাইবে।

(২) সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কোন ক্ষেত্রে ডাকের বিমাকরণের প্রয়োজন উহা ঘোষণা করিতে পারিবে, এবং এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, বিমাযোগ্য কোনো ডাক বিমা না করিয়া পোস্ট করা হইলে, উহা প্রেরকের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে অথবা, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, উহা প্রাপকের নিকট বিলি করা হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বোল্লিখিত এইরূপ বিশেষ ফি'র কারণে ডাকটির জন্য সরকারের উপর কোনো দায় আরোপ করা যাইবে না।

২৭। পোস্টাল অর্ডার ইস্যু করিবার ক্ষমতা।∑সরকার কতিপয় নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ মানি অর্ডারের জন্য, পোস্টাল অর্ডার বা অন্য কোনো নামে, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ফরম ইস্যুর অনুমোদন দিতে পারিবে এবং উহার উপর আরোপযোগ্য কমিশনের হার এবং কোন পদ্ধতিতে পোস্টাল অর্ডার ইস্যু, পরিশোধিত এবং বাতিল হইবে তদবিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৮। ডাকের নিবন্ধন।∑ডাকের কোনো প্রেরক, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ডাকটি যে ডাকঘরের মাধ্যমে প্রেরণ করিবেন সেই ডাকঘরে উহা নিবন্ধন করিতে, এবং এতৎসংক্রান্ত একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র চাহিতে পারিবেন; এবং সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ দিতে

DRAFT

পারিবেন যে, ডাকের নিবন্ধনের জন্য এই আইনের অধীন ধার্য ডাকমাশুলের অতিরিক্ত হিসেবে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কোনো ফি থাকিলে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

২৯। **ডাকযোগে মূল্য পরিশোধিতব্য দ্রব্য প্রেরণ।**∑সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে এই আইনের অন্যান্য বিধান এবং প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হারে পরিশোধিতব্য ফি সাপেক্ষে, কোনো দ্রব্য ডাকে প্রেরণের সময় দ্রব্যটির প্রেরক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লিখিয়া দিতে পারিবে যাহা বিলির সময় দ্রব্যটির প্রাপকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ আদায়কৃত অর্থ প্রেরককে পরিশোধ করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপকের নিকট হইতে উল্লেখকৃত পরিমাণ অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ আদায়ের জন্য সরকারের উপর দায়-দায়িত্ব বর্তাইবে না।

ব্যাখ্যা : এই ধারা অনুসারে প্রেরিত ডাক "মূল্য পরিশোধিতব্য" ডাক হিসেবে অভিহিত হইবে।

৩০। অবিলিকৃত ডাকের নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা।∑যেই সকল ডাক কোনো কারণে বিলি করা যায় নাই সেই সকল অবিলিকৃত ডাকের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা মহাপরিচালক বা পোস্টমাস্টার জেনারেল বা তৎকর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর থাকিবে, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩১। বাংলাদেশের কোনো বন্দর হইতে ছাড়িয়া যাওয়া ডাক জাহাজ নহে এইরূপ কোনো জাহাজের মাস্টারের ডাক ব্যাগ বহন সংক্রান্ত কর্তব্য।∑ডাক জাহাজ নহে এইরূপ কোনো জাহাজ বাংলাদেশের এক বন্দর হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্য কোনো বন্দরে, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো বন্দরের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া যাওয়ার প্রাক্কালে অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী পরিবহণের জন্য কোনো ডাক ব্যাগ উপস্থাপন করিলে উক্ত জাহাজের মাস্টার, সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা যেইরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপে, প্রাপ্তিস্বীকারসহ, ডাক ব্যাগ গ্রহণ করিবেন এবং উহা নির্দিষ্ট বন্দর বা গন্তব্যস্থলে অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

ব্যাখ্যা : ''ডাক জাহাজ'' অর্থ মূলত ডাক পরিবহণের কার্যে ব্যবহৃত জাহাজ;

৩২। বাংলাদেশের কোনো বন্দরে পৌঁছানো ডাক জাহাজ নহে এইরূপ কোনো জাহাজে পরিবাহিত ডাক ও ডাক ব্যাগ এর ক্ষেত্রে জাহাজের মাস্টারের কর্তব্য।∑(১) বাংলাদেশের যেকোনো বন্দরে ডাক জাহাজ পৌঁছার পর, উক্ত জাহাজের মাস্টার, অবিলম্বে, প্রতিটি ডাক বা ডাক ব্যাগ, উক্ত বন্দরের ডাকঘর বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) যদি জাহাজে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্য কোনো স্থানে প্রেরণের জন্য কোনো ডাক বা ডাক ব্যাগ থাকে তাহা হইলে জাহাজের মাস্টার, বন্দরে পৌঁছানোর পরপরই অবিলম্বে বিষয়টি সম্পর্কে বন্দরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাকঘরের কর্মচারীকে অবহিত করিবেন ও তাহার নির্দেশনা মোতাবেক কার্যসম্পাদন করিবেন, অতঃপর জাহাজের মাস্টার ডাক বা ডাক ব্যাগ সংক্রান্ত পরবর্তী দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবেন।

৩৩। ডাক জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজের মাধ্যমে ডাক পরিবহণের জন্য পারিতোষিক পরিশোধ।∑সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ডাকজাহাজ নহে এইরূপ জাহাজের মাস্টার অধিদপ্তরের পক্ষে ডাক গ্রহণ ও পরিবহণের জন্য কী পরিমাণ পারিতোষিক পাইবে উহা ঘোষণা করিতে পারিবে, এবং ডাক জাহাজ নহে এইরূপ জাহাজের মাস্টার বাংলাদেশের যেকোনো বন্দর ছাড়িয়া যাওয়ার প্রাক্কালে পরিবহণের জন্য কোনো ডাক গ্রহণ করিয়া থাকিলে, এই ধারার অধীন উক্ত ডাক বা উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তুর জন্য পরিশোধযোগ্য পারিতোষিক তাৎক্ষণিকভাবে দাবি করিবার অধিকারী হইবেন।

৩৪। ডাক সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন।∑(১) অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, সেবা সম্প্রসারণ ও জনগণের নিকট সহজলভ্য করিবার নিমিত্ত এককভাবে অথবা যৌথভাবে অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি, দেশীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে, তবে অভ্যন্তরীণ ডাক পরিবহণ সংক্রান্ত মেইল মোটর চুক্তি (Mail Motor Contract) সম্পাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন ডাক-সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলি, মূল্যহার, চুক্তির প্রকৃতি, সেবা প্রদানের অধিক্ষেত্রসহ অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৫। অধিদপ্তর কর্তৃক সেবাসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধার।∑(১) অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণকারী যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ সেবা গ্রহণের জন্য প্রযোজ্য মূল্যহার পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখকৃত মূল্যহার পরিশোধে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অস্বীকার করিলে বা অবহেলা করিলে, এই পরিমাণ অর্থ তাহার নিকট হইতে এমনভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন তাহার নিকট আদায়যোগ্য ভূমি রাজস্ব বকেয়া রহিয়াছে।

৩৬। ক্ষতিকর বা নিষিদ্ধ দ্রব্য, অশ্লীল কোনো কিছু, ইত্যাদি ডাকযোগে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ।∑(১) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিকর বা নিষিদ্ধ দ্রব্য, অশ্লীল কোনো কিছু, ইত্যাদি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্ষতিকর বা নিষিদ্ধ দ্রব্য, অশ্লীল কোনো কিছু, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
অপরাধ ও দণ্ড

৩৭। ডাক ব্যাগ বা ডাক বহন বা বিলির কার্যে বিরত থাকিবার দণ্ড।∑ডাক ব্যাগ বা ডাক বহন বা বিলির কার্যে নিয়োজিত বা ডাকসেবা প্রদানে নিয়োজিত অধিদপ্তরের কর্মচারী যদি, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কর্তব্যপালনে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকেন, তাহা হইলে

DRAFT

উহা হইবে এই আইনের অধীন একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৮। ডাক বহন বা বিলির কার্যে নিয়োজিত অধিদপ্তরের কর্মচারী কর্তৃক সংরক্ষিত নিবন্ধন বহিতে মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধকরণের দণ্ড।∑ডাক বহন বা বিলির কার্যে বা ডাকসেবা প্রদানে নিয়োজিত অধিদপ্তরের কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নিবন্ধন বহিতে মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করিলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৯। ডাক চুরি, গোপন, নষ্ট, ধ্বংস করা, ফেলিয়া দেওয়া, জালিয়াতিমূলকভাবে বা অসদুপায়ে আত্মসাৎ করিবার দণ্ড।∑ অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী কর্তৃক ডাকযোগে প্রেরণের সময় কোনো ডাক বা উহার অভ্যন্তরস্থ কোনো বস্তু চুরি করা বা অসদুপায়ে আত্মসাৎ করা বা কোনো ডাকসেবা প্রদানের সময় রেকর্ডপত্র পরিবর্তন করিয়া অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে ডাক গোপন, নষ্ট বা ধ্বংস করা বা ফেলিয়া দেওয়া, জালিয়াতিমূলকভাবে বা অসদুপায়ে টাকা আত্মসাৎ করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪০। ডাক খোলা, আটক রাখা বা বিলম্ব করিবার দণ্ড।∑অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী কর্তৃক তাহার এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ডাকযোগে প্রেরণের সময় কোনো ডাক উন্মুক্ত করা, ইচ্ছাকৃতভাবে আটক রাখা বা বিলম্ব করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত আদালতের নির্দেশনা বা সরকারের লিখিত আদেশের দ্বারা ডাক খোলা, আটক রাখা বা বিলম্বের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৪১। ভুল দাপ্তরিক চিহ্ন প্রতারণামূলকভাবে প্রদান বা অতিরিক্ত ডাকমাশুল গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতারণার দণ্ড।∑ অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী কর্তৃক কোনো ডাকের উপর কোনো ভুল দাপ্তরিক চিহ্ন প্রতারণামূলকভাবে প্রদান করা বা ফ্রাংকিং ছাপ বা বার কোড (Bar Code) বা কিউআর কোড (QR Code) বা অন্য কোনও ছাপ বা কোড, যাহা ফিজিক্যাল বা ডিজিটাল হইতে পারে, প্রতারণামূলকভাবে প্রদান করা বা পরিবর্তন বা অপসারণ বা অন্য কোনোভাবে অদৃশ্য করিয়া ফেলা বা ডাক বিলির দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী জ্ঞাতসারে উক্ত ডাক বহনের জন্য মাশুল দাবি করা বা কোনো উৎকোচ বা বকশিস দাবি করা বা এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য নহে এইরূপ কোনো অর্থ গ্রহণ করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪২। ডাকসেবা ও কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য বা রেকর্ডপত্র বা দলিলাদি প্রতারণামূলকভাবে প্রস্তুত বা পরিবর্তন বা গোপন করা বা ধ্বংস বা নষ্ট করিবার দণ্ড।∑ডাকসেবাসমূহ বা ডাক কার্যক্রমসমূহের তথ্য বা রেকর্ডপত্র বা দলিল প্রস্তুত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত

অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী কর্তৃক অসত্য তথ্য বা রেকর্ডপত্র বা দলিল প্রতারণামূলকভাবে প্রস্তুত করা অথবা পরিবর্তন বা গোপন বা ধ্বংস বা নষ্ট করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৩। অপরিশোধকৃত ডাক (Unpaid Postal Articles) প্রতারণামূলকভাবে প্রেরণের দণ্ড।∑অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী কর্তৃক ডাকযোগে বা ডাক ব্যাগে এইরূপ কোনো ডাক প্রেরণ করা যাহাতে ডাকমাশুল পরিশোধ করা হয় নাই বা এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয় নাই, যাহা দ্বারা অনুরূপ ডাকের মাধ্যমে প্রাপ্য মাশুল হইতে সরকারকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৪। অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী কর্তৃক অধিদপ্তরের অন্য কোনো কর্মচারীকে কর্তব্যপালনে বাধা প্রদান, কর্তব্য হইতে বিরত থাকিবার প্ররোচণা প্রদান, ইত্যাদি করিবার দণ্ড।∑অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী, অধিদপ্তরের অন্য কোনো কর্মচারীকে কর্মসম্পাদনে বাধা প্রদান করিলে বা অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির তৎপরতায় লিপ্ত হইলে বা শৃঙ্খলা বিধানে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে বা কর্তব্য হইতে বিরত থাকিবার প্ররোচণা প্রদান করিলে বা অফিস শৃঙ্খলার পরিপন্থি কোনো কাজে লিপ্ত হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৫। ডাকটিকিট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য দাবি করিবার দণ্ড।∑ডাকটিকিট বিক্রয়ের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ডাকটিকিটের জন্য ক্রেতার নিকট হইতে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য দাবি করিলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৬। ধারা ৩৬ লঙ্ঘনের দণ্ড।∑ধারা ৩৬ এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ডাক বা দ্রব্য প্রেরণ করা অথবা পেশ বা হস্তান্তর করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৭। অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স নোংরা বা ক্ষতি করিবার দণ্ড।∑অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নোংরা করা বা অন্য কোনো উপায়ে ক্ষতিসাধন করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) হাজার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

DRAFT

৪৮। পরিবহণকালে ভুলভাবে প্রাপ্ত ডাক বা ডাক ব্যাগ আটক রাখিবার দণ্ড।∑কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহণকালে ভুলভাবে প্রাপ্ত ডাক বা ডাক ব্যাগ সঠিক গন্তব্যে প্রেরণ না করিয়া প্রতারণা বা ইচ্ছাকৃতভাবে লুকাইয়া রাখা বা চুরি করা বা নিজের কাছে রাখা বা আটকাইয়া রাখা বা অধিদপ্তরের কোনো কর্মচারী কর্তৃক তলব করা হইলে তাহা পেশ বা বিলি করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড ও অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৯। ডাকের গন্তব্য বেআইনিভাবে পরিবর্তনের দণ্ড।∑অধিদপ্তরের কর্মচারী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বা বিদ্বেষবশত অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতির উদ্দেশ্যে কোনো ডাক খোলা বা খুলিবার ব্যবস্থা করা যাহা অন্যের নিকট বিলি করিবার প্রয়োজন ছিল অথবা কোনো ব্যক্তির নিকট ডাকের বিলি ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হয় এইরূপ কোনো কার্য করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে প্রাপক যদি নাবালক বা পোষ্য হন, সেই ক্ষেত্রে প্রাপকের পিতা বা মাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৫০। অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা অপরাধ সংঘটনে সহায়তা প্রদানের দণ্ড।∑কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করা বা অনুরূপ দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা প্রদান করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি উক্ত অপরাধের জন্য উল্লেখকৃত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫১। ধারা ৯ লঙ্ঘনের দণ্ড।∑(১) ধারা ৯ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ডাক গ্রহণ, সংগ্রহ, যাচনা, বাছাই, বহন, প্রেরণ বা বিতরণ করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ডাকের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধে সাব্যস্ত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি পুনরায় উহার অধীন দোষী সাব্যস্ত হইলে, অনুরূপ পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫২। ধারা ১৩ লঙ্ঘনের দণ্ড।∑(১) ধারা ১৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাহন কর্তৃক ডাকের অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ, সংগ্রহ, যাচনা, বাছাই, বহন, প্রেরণ বা বিতরণ করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ডাকের অনুরূপ দ্রব্যের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাহন অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাহন পুনরায় উহার অধীন দোষী সাব্যস্ত হইলে, অনুরূপ পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বাহন অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

DRAFT

৫৩। অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স বা ডাকঘর বা ডাক যানবাহনে কোনো প্ল্যাকার্ড, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, তালিকা, দলিল, বোর্ড বা অন্য কোনো দ্রব্য আঁটানো বা অবয়ব পরিবর্তন করিবার দণ্ড।∑যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত চিঠির বাক্স বা ডাকঘর বা ডাক যানবাহনে কোনো প্ল্যাকার্ড, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, তালিকা, দলিল, বোর্ড বা অন্য দ্রব্য আঁটিয়া দিলে বা অন্য কোনোভাবে অবয়ব পরিবর্তন করিলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৪। মিথ্যা ঘোষণা প্রদানের জন্য দণ্ড।∑কোনো ডাক বা উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু বা মূল্য সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৫। ডাক যানবাহন আটক বা ডাক যানবাহন খোলা বা ডাক আটক রাখা বা ডাক ব্যাগ খোলার দণ্ড।∑এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের কর্তৃত্বাধীন বা সরকারের লিখিত আদেশ অনুসরণে বা ধারা ১৫ এ উল্লেখকৃত ব্যক্তি বা উপযুক্ত আদালতের নির্দেশ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ডাক যানবাহন আটক বা ডাক যানবাহন খোলা বা ডাক আটক রাখা বা কোনো অজুহাতে ডাক ব্যাগ খোলা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫৬। ডাকযোগে প্রেরিত ডাক বা ডাক ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধের মামলা দায়েরের অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে 'ডাক' বা 'ডাক ব্যাগ' মূল্য নির্বিশেষে সম্পত্তি হিসেবে পরিগণ্য।∑ডাকযোগে প্রেরিত ডাক বা ডাক ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধের প্রত্যেক মামলা দায়েরের অভিযোগ গঠনের উদ্দেশ্যে ডাক বা ডাক ব্যাগ অধিদপ্তরের সম্পত্তি হিসেবে বর্ণনা করাই যথেষ্ট হইবে, ইহা প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না যে, উক্ত ডাক বা ডাক ব্যাগের মূল্য কত ছিল।

৫৭। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ।∑ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বা মহাপরিচালক বা পোস্টমাস্টার জেনারেল এর আদেশ দ্বারা কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তির অভিযোগ ব্যতীত এই আইনের ধারা অধীন অপরাধসমূহ আদালত বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

৫৮। অপরাধের আমলযোগ্যতা।∑এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ অ-আমলযোগ্য (Non-Cognizable) অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

৫৯। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।∑এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৭ এ উল্লেখ্কত অভিযোগ, যাহা আদালত কর্তৃক গৃহীত, তাহার তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে 'ফৌজদারি কার্যবিধি' প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ

৬০। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ।∑সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union), এশিয়ান-প্যাসিফিক পোস্টাল ইউনিয়ন (Asian-Pacific Postal Union)-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অধিদপ্তর গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬১। পোস্ট কোড ও পোস্টাল অ্যাড্রেস।∑ডাক বাছাই, গন্তব্যের উদ্দেশ্যে প্রেরণ এবং বিলির জন্য একটি যুগোপযোগী পোস্ট কোড ব্যবস্থা ও আধুনিক একটি পোস্টাল অ্যাড্রেস ব্যবস্থা অধিদপ্তরের থাকিবে এবং এতৎসংক্রান্ত পদ্ধতি, শর্ত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ ব্যতীত মহাপরিচালককে ক্ষমতা অর্পণ।∑সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সম্পূর্ণ বা শর্ত সাপেক্ষে, এই আইন দ্বারা বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ ব্যতীত সরকারের উপর অর্পিত যেকোনো ক্ষমতা মহাপরিচালককে অর্পণ করিতে পারিবে।

৬৩। অস্পষ্টতা দূরীকরণের ক্ষমতা।∑এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিষয়াবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৬৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।∑(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ডাকসেবা ও ডাক কার্যক্রম সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(২) এই বিধিমালার সহিত সমন্বয় সাপেক্ষে অধিদপ্তরের কর্মচারীদের শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে ‘‘সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯’’, ‘‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮’’ ও ‘‘সরকারি কর্মচারি (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯ সম্পূরক বিধিমালা হিসেবে প্রযোজ্য হইবে এবং

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে “ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ (The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898), “দণ্ডবিধি ১৮৬০” (The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এবং ‘‘সাক্ষ্য আইন ১৮৭২’’ (The Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872); অনুসরণ করিতে হইবে।

৬৫। প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।∑এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ডাকসেবা ও ডাক কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।∑(১) The Post Office Act, 1898 (Act No. VI of 1898), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখকৃত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

DRAFT

(২) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের অধীন কৃত কার্যাবলী, উহার অধীন প্রণীত কোনো বিধি, প্রবিধান, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, গৃহীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম, অনুমোদিত সকল বাজেট এবং কৃত সকল কাজকর্ম উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারিকৃত, প্রদত্ত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৩) উক্ত আইন এর আওতায় দায়েরকৃত কোনো মামলা বা কার্যধারা কোনো আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালত কর্তৃক এমনভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে, যেন উক্ত আইনটি রহিত হয় নাই।

৬৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।∑(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

DRAFT

খসড়া

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

ভারতীয় উপমহাদেশে ডাক সার্ভিসের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ব্রিটিশ-শাসিত তদানীন্তন ভারতে The Post Office Act, 1837 (Act No. XVII) প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৪ সালে এ আইনটি সংশোধন করা হয়। পরবর্তীকালে, The Post Office Act, 1866 জারি হয় এবং ১৮৮২ ও ১৮৯৬ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। The Post Office Act, 1898 (Act No. VI of 1898) ২২ মার্চ ১৮৯৮ খ্রিঃ অনুমোদিত হয় এবং ১ জুলাই ১৮৯৮ খ্রিঃ থেকে কার্যকর হয়। The Post Office Act, 1908 জারি হয় এবং পরবর্তীতে ১৯১২, ১৯২১, ১৯৬৯ ও ১৯৯৪ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়।

The Post Office Act, 1898 এ মোট ১১টি অধ্যায় ও ৭৭টি ধারা রয়েছে। ডাক অধিদপ্তর The Post Office Act, 1898 দ্বারা পরিচালিত।

২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি সরকার The Post Office Act, 1898 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে The Post Office (Amendment) Act, 2010 (Act No. I of 2010) জারি করেন।

The Post Office Act, 1898 এর বাংলায় ভাষান্তর সম্পন্ন করার বিষয়ে মন্ত্রি-সভা বেঠকের নির্দেশনা থাকায় আইনটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়। বাংলায় অনূদিত আইনটি ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেঃ

‘‘১৮৯৮ সনে প্রণীত শতাব্দী প্রাচীন The Post Office Act, 1898 (Act No. VI of 1898) এ মুহূর্তে বাংলায় অনুবাদ করা হলে তা না হবে যুগোপযোগীকরণের সহায়ক, না মিটাবে সময়ের চাহিদা। কেননা, দীর্ঘ সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম ও পর্যায়গত যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে উহার প্রতিফলনে একটি যুগোপযোগী নতুন আইন প্রণয়ন করা শ্রেয় হবে’’।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উক্ত নির্দেশনার আলোকে সুদীর্ঘ সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম ও পর্যায়গত যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে তার প্রতিফলন এবং ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রাহকমুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সেবা ও কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৮৯৮ সালে প্রণীত শতাব্দী প্রাচীন The Post Office Act, 1898 (Act No.VI of 1898) এবং ২০১০ সালে প্রণীত The Post Office (Amendment) Act, 2010 এর মূল ভাবকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে পরিবর্তনশীল গ্রাহক চাহিদার নিরিখে বাস্তবানুগ ও যুগোপযোগীকরণের প্রয়াসে ২০৪১ সালে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ডাক আইন, ২০২৪ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ডাক আইন, ২০২৪ এর খসড়ায় মোট ৪ টি অধ্যায় ও ৬৭ টি ধারা রয়েছে।

DRAFT